দৈনিক বাংলা

129

তারিখ 4.12.77

পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

প্রাইমারী পাঠ্যবই

পাঠ্যবই নিয়ে যে খামখেয়ালী ও নানা ঝামেলা চলছে তার কিছু পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে দৈনিক বাংলার এক রিপোর্টে। জানা গেছে নতুন শিক্ষা বছরে বেশ কয়েক মাস পর্যন্ত প্রাইমারী স্কুলের লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী পাঠ্যবই পাবে না বলে বেসরকারী প্রকাশকদের অভিমত। পাঠ্যবইয়ের পাণ্ডুলিপি তাদের হাতে না পৌঁছানোই নাকি এর প্রধান কারণ। তাছাড়া, পাঠ্যবইয়ের দামও দিতে হবে প্রায় তিন গুণ বেশি। পাঠ্যবইয়ের পাণ্ডুলিপি সব প্রকাশকের কাছে সময়মত সরবরাহ করা হয়নি বলে মোট বইয়ের তিরিশ শতাংশের বেশি চলতি ডিসেম্বরের মধ্যে ছেপে বের করা সম্ভব হবে না। ফলে, জানুয়ারীতে সব বই সরবরাহ করা যাবে না।

প্রাথমিক শিক্ষাই শিক্ষার মূল ভিত্তি। দেশের শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং শিক্ষার বাঞ্ছিত মানোন্নয়ন সুষ্ঠু ও সম্প্রসারিত প্রাথমিক শিক্ষার ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রাইমারী পর্যায়ে ছাত্রসংখ্যা যেমন বাড়াতে হবে, তেমনি প্রসারিত করতে হবে প্রয়োজনীয় সবরকম সুযোগ-সুবিধা। নতুন নতুন স্কুল স্থাপন করতে হবে, সুলভ করে তুলতে হবে পাঠ্যবই ও শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ। অন্ততপক্ষে পাঠ্যপুস্তকের অভাবে যাতে শিশুদের লেখাপড়া বিঘ্নিত না হয় এবং ছাত্রসংখ্যা না কমে যায়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সেই দায়িত্বটুকুও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে পালন করতে পারছে না বলে মনে হয়।

স্বাধীনতার পর এবারই প্রথম বেসরকারী প্রকাশকদের বোর্ডের পাঠ্যবই প্রকাশের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু সময়মত পাণ্ডুলিপি ও কাগজ পাচ্ছেন না বলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সব পাঠ্যবই প্রকাশ করা নাকি সম্ভব হচ্ছে না তাদের পক্ষে। গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শতকরা পঞ্চাশজন প্রকাশক পাণ্ডুলিপি পেয়েছেন। প্রকাশকরা নাকি বার বার তাগিদ দিয়েছেন, তবু তাদের সবার কাছে নবেম্বর মাসের মধ্যেও পাণ্ডুলিপি পৌঁছেনি। প্রকাশকদের অভিমত: সুন্দর ও সুষ্ঠু মুদ্রণের স্বার্থে গত অক্টোবরের প্রথমদিকেই পাণ্ডুলিপিগুলি পৌঁছা উচিত ছিল তাদের হাতে। হাতে সময় নিয়ে কাজ করা হলে তার ফল সব সময় ভাল হয়। স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড যখন বেসরকারী প্রকাশকদের প্রাইমারী স্কুলের পাঠ্যবই প্রকাশের দায়িত্ব দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তখন বছর শেষ হওয়ার অনেক আগেই সব পাঠ্যবই ছাপা ও প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন না কেন তা বোধগম্য নয়। স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড কি মনে করেছেন জানি না, আমাদের ধারণা, পাঠ্যপুস্তক ছাপা ও প্রকাশ করা সময়সাপেক্ষ, ব্যাপক এবং কঠিন কাজ। মাস দেড়েক সময় পেলেই প্রকাশকরা দেড় কোটিরও বেশি বই ছেপে ফেলতে এবং জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকেই বিক্রির জন্য সেগুলি লাইব্রেরীতে যথারীতি সরবরাহ করতে পারবেন, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। প্রকাশকদের বক্তব্যে এখন জানা গেছে, আগামী জানুয়ারী মাসে শতকরা মাত্র তিরিশ ভাগ পাঠ্যবই বাজারে আসতে পারে। বাকি বই-এর ছাপা শেষ হতে মার্চ মাস লেগে যাবে। তাছাড়া, তাড়াহুড়া করে ছাপার কাজ শেষ করা হলে অসংখ্য মুদ্রণ-প্রমাদও থেকে যেতে পারে, বাঁধাইও মজবুত না হওয়ার আশংকা রয়েছে।

এবারের প্রাইমারী স্কুলের পাঠ্যবইয়ের সংকট সমাধানের জন্য কতিপয় পদক্ষেপ জরুরী ভিত্তিতে গ্রহণ করা দরকার বলে আমরা মনে করি। অবিলম্বে প্রকাশকদের কাছে পাঠ্যপুস্তকের পাণ্ডুলিপি সরবরাহ করা, কাগজের অভাবে যাতে পাঠ্যপুস্তক ছাপা বিঘ্নিত বা বিলম্বিত না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেয়া অপরিহার্য। প্রয়োজনীয় কাগজের সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্যও টেক্সট বুক বোর্ড, কাগজ সংস্থা ও প্রকাশকদের বিশেষ তৎপর হওয়া দরকার। যদি প্রকাশকরা যৌথ উদ্যোগে বই ছাপা ও প্রকাশ করার কাজ তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়, তাহলে তাদের সেই সুযোগও দেয়া উচিত। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই দরিদ্র। সুতরাং, প্রাইমারী স্কুলের পাঠ্যবইয়ের দাম যাতে বেশি না হয় এবং তাদের ক্রয়ক্ষমতারও নাগালের বাইরে চলে না যায়, সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের স্বার্থেও তা অত্যাবশ্যক। চলতি ডিসেম্বরের মধ্যেই সব পাঠ্যবই ছাপা শেষ হবে এবং জানুয়ারী মাসের গোড়াতেই সেগুলি বাজারে যাবে এটাই সবার কাম্য।